আরাধ্য বিজ্ঞান

কতিপয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীজগন্নাথাদির পূজার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য দর্শনে সেই রূপ কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য দর্শনে মথুরানাথ তথা দ্বারকানাথের উপাসনাও সমাদৃত হয় নাই। সেখানে শ্রীনৃসিংহের উপাসনা তো বহু দূরের কথা। কেন? যেহেতু ইহাদের উপাসনা স্বাভীষ্ট রসোপযোগী নহে। কেন নহে? আদৌ মথুরাধীশ ও দ্বারকাধীশ নিরুপাধিক মাধুর্য্যময় দেবতা নহেন। তাঁহারা ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়। কৃষ্ণ বলেন, ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীতির জন্য তাদৃশ আরাধ্যের আরাধনা প্রশস্ত নহে। যদি ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময় বাসুদেবাদি আরাধনা প্রশস্ত না হয় তাহা হইলে কেবল ঐশ্বর্য্যময় নৃসিংহাদি কি প্রকারে সেব্য হইতে পারেন? কৃষ্ণ প্রীতির অনুকূলেই ভজন প্রশস্ত, ধর্ম্মসঙ্গত। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীতির সাধক না হইলে তাদৃশ আরাধ্যের আরাধনা করা ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বলেন, শ্রীনিত্যানন্দাদির আরাধনা হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য, নিত্যানন্দাদি কৃষ্ণপ্রেমের গুরু বিচারেই তাহাঁরা গৌড়ীয়দের সেব্য। সাধককে সর্ব্বোপরি জান উচিত যে, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। তজ্জন্য কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম প্রদানকারী সাধুই সেব্য। রক্ষাদি বিষয়েও কৃষ্ণভক্তের অন্য কোন অবতার ভজনের প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বতঃ নাই। যদি কেহ প্রয়োজন বোধ করেন তাহা হইলে তাহা তাহার অজ্ঞতা বা হৃদয় দুর্ব্বলতারই পরিচয় মাত্র। কারণ কৃষ্ণই সর্ব্বতো ভাবে তাঁহার ভক্তদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ ইহাতে সন্দেহ নাই। সারকথা আরাধ্য নিষ্ঠা না থাকিলে তথা হৃদয়ে দুর্ব্বলতা থাকিলে ভজনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তগণ জানেন যে, রাম নৃসিংহাদি অবতারগণ তাঁহার প্রাণনাথের অভিনীত রূপ মাত্র। তাঁহার কৃষ্ণরূপেই আকৃষ্ট, অন্য কোন অবতাররূপে আকৃষ্ট নহেন। তথাপি তাঁহারা অন্য কোন অবতারকে অবজ্ঞাও করেন না বা আরাধ্যজ্ঞানে নিত্যপূজাও করেন না। কেবল সদাচার বোধে তাঁহারা সেই সেই অবতার চরিত্রাদি যথাকালে গান করেন মাত্র। ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভজনাদর্শ। তিনি দক্ষিণ যাত্রায় চলার পথস্থ দেবদেবী ঈশ্বরাদিকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তুতি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার হৃদয় দেবতা রূপে কেবল রাধানাথই বিরাজিত। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহার যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহারে জানাব কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।। ইত্যাদি পদে তাহাই প্রমাণিত। তাঁহার উপদেশও তদ্রূপই যথা- আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার। তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর।। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।ইত্যাদি। কোন বাদের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি না থাকিলে তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না। আরাধ্য কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থার অভাব হইতেই জগতে বহু ঈশ্বরবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ হনুমানের উপাস্য নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসাযোগে ইষ্টনিষ্ঠা শিক্ষা দেন কিন্তু নিজের জীবনে আচরণ না করিলে তাহা প্লাটফর্মের বক্তার বক্তৃতার ন্যায় মানিতে হয়। হনুমান রাম বিনা কিছুই জানেন না। তাঁহার রাম বিনা অন্য অবতার ভজনের অবসর নাই এবং প্রয়োজনও নাই।। তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তেরও কৃষ্ণ বিনা অন্যভজনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতেই পারে না। সর্ব্বোপরি গৌড়ীয়ভক্তগণ ব্রজরস লিপ্সু। তাঁহাদের ভজনাদর্শে সর্ব্বতোভাবেই কৃষ্ণ বিনা অন্য ধ্যান জ্ঞান নাই। তাহা হইলে তদ্ভাবলিপ্সুদের মধ্যে অন্যভাব থাকা সমীচীন নহে ইহাই সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয় মন্ত্র পরম্পরায় অন্য কোন মন্ত্র নাই। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ-- বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। কামবীজ কাম গায়ত্র্যে যাঁর উপাসন।। এই সিদ্ধান্তে কৃষ্ণপ্রেমিক সাধুগুরুর সঙ্গই কর্ত্তব্য। যে সাধুগুরু কৃষ্ণপ্রেমিক নহেন তাঁহার সঙ্গ কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কারণ তাহাতে স্বাভীষ্ট ভাবসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। **কৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়া যদি গোপীর প্রেম সঙ্কুচিত হয় বা প্রেমোদয় না হয় তাহা হইলে তদনুগদের অন্যরূপে কিপ্রকারে আকৃষ্টি হইতে পারে? না, কখনই হইতে পারে না। যদি হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে তিনি প্রকৃত তদনুগ নহেন। একই সিংহাসনে সমরস ব্যতীত বিষমরসের সেব্যসেবকদের অবস্থান রসসিদ্ধিকর হইতে পারে না। মধুরসের যোগপীঠে অন্যরসের সেব্য সেবকের অবস্থান রসিপুষ্টিকর নহে, হইতেই পারে না।** যাহারা সমন্বয়বাদী তাহারা সিংহাসনকে মনোহারী বিপনী করিয়া সকল দেবতাকে বসান। তাহাদের ভজন খেচড়ী মার্কা। তাহাদের সিদ্ধি সুদূরপরাহত। অপিচ যিনি মধুর রসের ভক্ত তাহার অন্য রসের সেব্য সেবকের কোনই প্রয়োজন নাই। যেহেতু তাহা স্বাভীষ্ট ভাবসিদ্ধির কারণ নহে। যেরূপ দশমশ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে নবম বা একাদশ শ্রেণীর পুস্তক পাঠ্য নহে বা হইতেই পারে না, যেহেতু সেই পাঠে তাহার পদোন্নতি হইতে পারে না।

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত কেহ যদি বলেন, আমরা কি কৃষ্ণনিষ্ঠ হইতে পারব এই জন্মে? তাই নৃসিংহাদির ভজন করি। ইহা প্রকৃত শ্রদ্ধার অভাব জনিত হৃদয়দুর্ব্বলের ভাষা। এই জাতীয়দের কৃষ্ণভজন লৌকিক মাত্র ন তু তাত্ত্বিক। অতাত্ত্বিকগণ কৃষ্ণের সহিত একাসনে শিবদুর্গাদি বহু দেবতার ভজন করেন। কৃষ্ণভক্ত অভিমানী যদি তদ্রূপ একাসনে সকল দেবতার পূজা করেন তাহা হইলে তাহাতে তাহার অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়।

কেহ বলেন, শত্রুর মধ্যে বাস করি। তাই নৃসিংহের ভজন করি। এই বাক্যে কৃষ্ণনিষ্ঠার অভাবই প্রকাশিত। যাহারা **অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। তুমি তো রক্ষক আর পালক আমার। তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর। মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলু তুঁয়া পদে নন্দকিশোর॥ মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা । নিত্যদাস প্রতি তুঁয়া অধিকারা॥ তথা রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। এই সকল গান করতঃ জীবের নিকট গুরুত্ব প্রকাশ করেন, তাহাদের রক্ষার্থে অন্য ভজনে মতি হইতেই পারে না। যদি হয় তাহা হইলে তাদৃশ কীর্ত্তন তোতার কীর্ত্তন মাত্র জানিতে হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন জ্ঞানের সহিত যথাযথ ভাবে কৃষ্ণ ভজনই কর্ত্তব্য।**